পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

সিনেকবিতা বনাম কবিতাচিত্র - ৪

গোপনকামিতা

ঈক্ষণকামিতা বা গোপনকামিতা (Voyeurism) হিচককের অনেক ছবির বিষয় ও রূপক। "ভার্টিগো" ছবির তিন বছর আগে হিচকক "রিয়ার উইন্ডো" (Rear Window, 1954) করেন। "রিয়ার উইন্ডো" এমন একটা ফিল্ম যার মূল থিম আগ্রাসী গোপনকামিতা। একটা দৃশ্যে ছবির নায়কের পরিচারিকা স্টেলা বলে, "We've become a race of Peeping Toms" (আমরা যে একদল উঁকি- মারার জাত)।

"ভার্টিগো" ছবির সর্বত্র, হিচকক প্রাণভরে এই গোপনকামিতা নিয়ে খেলেছেন। তবু আমি বলবো অস্বস্তি এড়াতে এর সবচেয়ে তীব্র, শারীরিক মুহূর্তটা হিচকক দর্শকদের থেকে আড়াল করেছেন। সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরে পড়ে যাওয়া অজ্ঞান ম্যাডলিনকে যখন স্কটি উদ্ধার করে, আর তার অ্যাপার্টমেন্টে তুলে নিয়ে এসে, তার ভেজা কাপড় খুলে শুকোতে দেয়, এবং এর ফলে অবধারিতভাবে ম্যাডলিনকে তাকে বিবস্ত্র করতে হয় - সেই সময় ম্যাডলিনবেশী জুডি কিন্তু আসলে সজ্ঞান (অজ্ঞান হবার অভিনয় করছে)। ঈক্ষণকামিতার এমন সুবর্ণ দৃশ্যকে এড়িয়ে গিয়ে, কেবলমাত্র একটা hint দেন হিচকক। তার বেশি নয়। হিচককের এই ঝুঁকি না নেওয়াটা আমার ভালো লাগেনি। এবার দেখা যাক অ্যাশবেরিয়ান গোপনকামির চেহারাটা তুলনায় কেমন ? নিচের কবিতায় যে "তুমি" – তাকে আমি কিছুটা বহুবাচনিকতায় নিলাম –

> "হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশত, আর শেষ পর্যন্ত তুমি কিন্তু এক ঈক্ষণকামী, আর তোমার কামনার বিশুদ্ধতা এসবের থেকে বেশ কষ্টকরেই আলাদা করতে হয়। তুমি এমন এক ঈক্ষণকামী যে বিবেকবান, যা কেউ কোনোদিন হতে চায়না, উচিত না, আমি হলফ করে বলছি। নিজের পায়ের ছাপ লুকোবার জন্য "হৃদয়বল্লভ- টল্লভ" এসব বলার কোনো প্রয়োজন নেই, এতে রেশ ফুরিয়ে যায় আর গানের ঝালা তোমাকে আস্তে আস্তে সব মনে করাতে থাকে। "

(Flowchart / Flowchart)

"ভার্টিগো"র প্রেক্ষাপটে ভাবলে অবিলম্বে যে কথা মনে আসে সেটা হলো কিভাবে, কি নিপুণতার সাথে স্কটির চরিত্রটা জন অ্যাশবেরির কাব্যসত্তার "গোপনকামিতা"- র সাথে মিলে যায়। "আত্মপ্রতিফলন" যতো অ্যাশবেরির কবিতার এক সদগুণ হয়ে ওঠে, তার ঈক্ষণকামিতা বা voyeurismকে ততো স্বাভাবিক লাগে। Wet Casements কবিতাটা শুরু হয় এইভাবে -

ধারণাটা টানে : চোখ, যেন প্রবাহিত জানলাশার্সিতে
প্রতিফলিত, অন্যদের দেখা
তাদের নিজেদের চোখ দিয়ে।
নিজেদের আত্ম - বিশ্লেষণী মন সম্বন্ধে
তাদের নিখুঁত ধারণাগুলোর ওপর পড়ে
তোমার স্বচ্ছ ভুতুড়ে মুখ

"অন্যদের দেখা তাদের নিজের চোখ দিয়ে" - বাক্যবন্ধের মধ্যে নানারকমের গোপনকামিতা আছে যা "ভার্টিগো" ছবিতে ধরা পড়ে। যেমন ম্যাডেলিন- জুডি দ্বৈত। ছবির প্রথমার্ধে দর্শক টের পায় না যে Kim Novak- বেশী ম্যাডলিন আসলে অভিনয় করছেন - আরেকজনকে নকল করছেন। দ্বিতীয়ার্ধে নোভাকের চরিত্র এক তৃতীয় মাত্রা পায় কেননা যদিও দর্শকের চোখে সে তখন তার নিজের চরিত্র - জুডি, কিন্তু নায়ক জেমস স্টুয়ার্ট তাকে মৃতা ম্যাডেলিন হিসেবে দেখতে চায়। আর নায়কের চোখের সেই মৃতা ম্যাডেলিন কিন্তু সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র - যাকে নোভাক গোটা প্রথমার্ধ ধ'রে স্রেফ খুনের তাগিদে বাস্তবায়িত করে। ঠিক একইভাবে পাঠকের কাছে "কবিতা" জিনিসটা কি "নিজেদের আত্মবিশ্লেষণী মন সম্বন্ধে/ তাদের নিখুঁত ধারণাগুলো" ? যেমন স্কটি জুডিকে ম্যাডেলিন সাজাতে ব্যাকুল। এই নিবন্ধটাও কি একইরকমের একটা চেষ্টা করছে না? "ভার্টিগো" ছবি আর জন অ্যাশবেরির কবিতা - এদের একে অন্যের পরি্পূরক করে দেখাতে চাইছে না?

ম্যাডলিনকে অনুসরণ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়া স্কটি

"গাড়ী অনুসরণ" হিচককের ছবিতে voyeurism- এর এক ছদ্মবাহক হয়ে ওঠে। অ্যাশবেরির একটা গড়পড়তা কবিতার সাথে ওঁর গড়পড়তা পাঠকের সম্পর্কের কথা যদি আমরা এই প্রসঙ্গে চিন্তা করি, এই গোপনকামি অনুসরণ অবিলম্বে সাঙ্ঘাতিক অর্থপূর্ণ হয়। একটা দৃশ্য আছে যেখানে ম্যাডলিন সান ফ্রান্সিস্কোর উঁচু- নীচু রাস্তায় এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়, বারবার

একই চক ধরে চৌকাকারে ঘুরে যেতে থাকে আর স্কটি তাকে অনুসরণ করতে করতে এক সময় হতাশায় দুহাত ছুঁড়ে হাল ছেড়ে দেয়। এটা এমন এক দৃশ্য যা আমাকে অ্যাশবেরির কবিতার স্বাভাবিক এক পাঠপ্রতিক্রিয়ার কথা মনে করায়। আঁকাবাঁকা কবিতায় অবিরাম পার্শ্ববদল আর সর্পিল যুক্তির ঘনঘটা [২] (তিনটি কবিতা, Flowchart, উত্তল আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি প্রভৃতি) - একটা তীব্র অতৃপ্তি ও হতাশা নিয়ে আসে পাঠকের মনে। আর তখন "কবিতাকে" (মানে, ম্যাডলিনকে) অনুসরণ করা সেই পাঠকের সাথে গোয়েন্দা স্কটির প্রায় কোনো অমিলই থাকেনা।

স্মৃতি ও ব্যাসার্ধীয় সময়

স্কটি যখন গোপনে ম্যাডলিনকে অনুসরণ করে, আর সেটা না জানার ভান করে ম্যাডলিনবেশী জুডি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, স্কটির গাড়ির উইন্ডশীল্ড দিয়ে আমরা সান ফ্রান্সিসকো শহরের কিছু উচ্চাবচ অনুপম দৃশ্য দেখতে পাই; অন্যান্য দৃশ্যেও, বা বলা যায় গোটা ছবি জুড়েই সান ফ্রান্সিসকো ও তার পার্শ্ববর্তী নানা অপরূপ লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায় কাহিনি, চরিত্ররা ও হিচককের ক্যামেরা। ১৯৯৭ সালে প্রথম সান ফ্রানসিস্কো শহরে গিয়ে উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে শহরটাকে কিছুটা সুররিয়াল মনে হয়েছিলো। বাঙালির কাছে এমন মনে হবেই। কেননা দার্জিলিঙকে পুরীতে এনে ফেললে যা হয় সান ফ্রান্সিস্কো অনেকটা সেরকমই। আর এই সুররিয়াল শহরদৃশ্যের মধ্যে পরিচিত অ্যাশবেরিয় ল্যান্ডস্কেপ খুঁজে পাওয়া স্বাভাবিক। ওঁর কাজের একটা বড় পরিসীমা ব্যেপে রয়েছে জর্জিও দি চিরিকোর (বিখ্যাত ইতালীয় অধিবাস্তববাদী চিত্রকর) ভূদৃশ্যের প্রভাব। সেই আধিবিদ্যক নিসর্গভাবনা মনে করিয়ে দেয় সমসাময়িক এক অ্যাশবেরি পন্ডিতের একটা প্রবন্ধ। আর্নেস্তো সুয়ারেজ তোস্তে [১] লিখেছেন " In fact, it is little wonder that Ashbery has felt attracted to de Chirico, since they share a wide range of obsessions. Traveling and the passing of time have become major preoccupations for both, and they have associated these in a very similar way.....Many of Ashbery's poems feature passages that recreate that wait in stations ("Melodic Trains" in Houseboat Days) or describe a metaphysical landscape as seen from a train.... Trains constitute an alternative timing system and at the same time they are subject to human delay" _ «ভার্টিগো»তে অবশ্য ট্রেন নেই, আছে গাড়ি। কবিতার গাড়ি (ম্যাডলিনের) আর তাকে চুপি চুপি অনুসরণ করা পাঠকের (স্কটির) গাড়ি। গাড়ির রূপক অবশ্য পরবর্তীকালের অনেক ছবিতে এসেছে। বিশেষত বিখ্যাত ইরানি পরিচালক আব্বাস কিয়ারোস্তামির ছবিতে, যেখানে গাড়ির ভূমিকা অনেকটা «কথক-বাহন» এর মতো _ কেননা এই গাড়িই হয়ে ওঠে পরিচালকের ক্যামেরার বাহক – এবং তার পরিপ্রেক্ষিত থেকেই গল্পটা বলা হয়। হিচকক অবশ্য "ভার্টগো"তে গাড়িকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যেন সে "বাস্তব এবং অবাস্তব মধ্যে কোন পার্থক্য" [জারট্রুড স্টাইন এভাবেই ডি চিরিকোর ছবিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন] রাখছেনা।

একটা বৃত্তীয় প্রবণতাও আমরা টের পেতে শুরু করি। যেমন গাড়ি নিয়ে ম্যাডলিনের অকারণ চক্কর মারা। সেকোয়া অভয়ারণ্যে গিয়ে, যেন সে কার্লটা ভ্যালডেসের আত্মার বশীভূতা, এইভাবে বিশালাকৃতি রেডউড গাছের কাটা গুঁড়ির সমচ্ছেদে, কালবৃত্তে আঙুল দিয়ে ম্যাডলিন বলে, "Here I was born and here I died, you took no notice"। এই ব'লে, গাছের

গুঁড়ির সমচ্ছেদের ব্যাসার্ধ ধ'রে সে তার আঙুল টেনে দেখায় - কোন কালবৃত্তে তার জন্ম হয়েছিলো আর কোথায় সে এখন এই মুহূর্তে। দুটো সময়েই অতীতে। এইভাবে ম্যাডলিনবেশী জুডি অভিনয় ক'রে, স্কটিকে প্রতারিত ক'রে বোঝাতে চায় যে সে এখন "ম্যাডলিন" নয়, মৃতা কার্লটা ভ্যালডেস। সমচ্ছেদের ব্যাসার্ধ ধ'রে আঙুল টানা - এই শারীরভঙ্গি একটা অন্য মাত্রা দেয় "ভার্টিগো" ছবির কালচেতনাকে। সময়কে বৃত্তীয়ের বদলে "ব্যাসার্ধীয়" ক'রে আমাদের কাছে পেশ করে - Radial Time।

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যেভাবে আমি "ভার্টিগো" র চুলচেরা বিচার করি সেভাবে হয়তো অন্য কারো পক্ষে দেখা সম্ভব নয় - আমার পাঠটা একান্ত আমারই - এবং এটা ওই ছবি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ঘোর বা অবসেশনের ফলেই সম্ভব। হয়তো কথাটা খুব ভুল নয়। ছবিটা আমি প্রথম দেখি কলকাতায়, নিউ এম্পায়ারে, ১৯৯০ দশকের গোড়ায় - আমার বাবা ও স্ত্রীর সাথে। বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক, চিত্রসমালোচক - পুরনোদিনের ছবি নিয়ে বিস্তর লেখালিখি করেছেন। ওঁরা দুজনে অনেক ব্যাখ্যা করার পরেও আমি ছবিটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি।

বেল টাওয়ারের চূড়োয় স্কটি - যেখানে পৌঁছে তার মাথা ঘুরতে শুরু করে

এরপর আবার কিছুদিন পর লাইটহাউসে দেখি "ভার্টিগো"। সম্ভবত ১৯৯৪ সালের শীতে। অফিস কেটে। ছবি দেখে বেরিয়ে আসছি, দেখি শক্তি চট্টোপাধ্যায় হল থেকে বেরোচ্ছেন। উনিও একা। সেইই শক্তিকে শেষ দেখা। দ্বিতীয় দর্শনে "ভার্টিগো"র রহস্য কিছুটা পরিষ্কার হয়। কিন্তু ছবিটা ভুলে যাই।

১৯৯৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছবিটা আবার দেখি। বেশ কয়েকবার। অবসেশন বাড়তে থাকে। ১৯৯৯ থেকে আজ পর্যন্ত সম্ভবত আরো ২৫ বার। "ভার্টিগো" আমাকে অনেক কবিতা দেয় এবং বছর ২- ৩ আগে একসময় আমি উচ্চতাভীতির কবলে পড়ি। ঠিক এই সময়ে চোখের একটা সমস্যার দরুণ রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়ে আমার একটা খারাপ জিন আছে। ঠিক জিন নয়, জিনগত বৈশিষ্ট্য। যার থেকে Ankylosing Spondylitis বা Vertigo হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার অন্য কোন সময়ে কোন অসুবিধে হয় না, কেবল "ভার্টিগো" ছবি দেখার কয়েকদিনের মধ্যেই অদ্ভুত সব স্বপ্ন! সেই সমস্ত স্বপ্নে দেখি কলকাতা ও সম্পূর্ণ অচেনা সব শহরের কোনো সুউচ্চ স্থান থেকে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছি। কখনো দেখি শকুন ঠোকরাতে আসছে হাতে। গভীররাতে রীতিমতো ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙে যায়।

শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকজনকে লুকিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞর দ্বারস্থ হ'তে হয়। ভদ্রমহিলা, আমি লেখক/কবি শুনে আমাকে এই নিয়ে একটা বিশ্লেষক লেখা লিখতে বলেন। বলেন, "You may not believe, writing might cure it"। বন্ধু কবি বিল অ্যালেগ্রেজার Moria Poetry পত্রিকার জন্য অবশেষে একটা প্রবন্ধ লিখি ইংরেজিতে। লেখার পরেই জন অ্যাশবেরিকে পাঠাই। অশীতিপর জনের কর্মক্ষমতা কমে এসেছে। অত পড়তে পারেন না। তবু ওঁর সচিব লেখক ডেভিড কারম্যানির মাধ্যমে কিছুটা শুনে আমাকে লিখলেন – "আমার কবিতার সঙ্গে সেভাবে হিচককের ছবির কোন সম্পর্ক নেই বটে, কিন্তু তোমার লেখাটা সত্যিই ভাববার মতো। কে জানে, এসব সম্পর্ক থাকতেও পারে। অন্তত পাঠকের মনে"। ডেভিড বললেন, "আর্যনীল, এটা সম্পূর্ণ তোমার রিডিং। হিচককের ছবি সেভাবে জনকে কখনো প্রভাবিত করেছে ব'লে জানিনা, তবে অন্য ছবি নির্ঘাত করেছে। কিন্তু জন বলছেন তুমি যেভাবে দেখছো, সেটা যেহেতু তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, এ নিয়ে তোমার চর্চা জারি রাখা উচিত।"

বৃত্তীয় ভাবনার প্রসঙ্গে ফিরি। ভাগ্য প্রসঙ্গে কিন্তু একটা বৃত্তীয় চরিত্র ছবিতে আছে। যেমন ছবির ঠিক মাঝখানটাতে, বিশ্রামের সময়ে পৌঁছে দেখা যায়, ম্যাডলিন হাওয়া। দুই ম্যাডলিনই। সত্যিকারের ম্যাডলিন গির্জার ছাদ থেকে প'ড়ে গিয়ে মারা গেছে। আর বানানো ম্যাডলিন (জুডি) - যাকে স্কটি সত্যিকারের ম্যাডলিন ভাবে যেহেতু সে বন্ধুপত্নী আসল ম্যাডলিনকে কখনো দেখেনি - সেও গা- ঢাকা দিয়েছে। এমন অবস্থায় নায়ক স্কটি মানসিক ভারসাম্য খুইয়ে স্যানেটোরিয়ামে ভয়ঙ্কর মেলাঙ্কলিয়ার মধ্যে মোৎসার্ত শোনে। স্কটির এই অ্যামনেসিয়াক অবস্থার বর্ণনাতেই হয়তো জন অ্যাশবেরি লেখেন -

শুধুমাত্র যেখানে আজকের ফাঁক, নিজেকে পূরণ করে
শূন্যতার বিতরণ
সেই এলাকায়, যেখানে কী যেন সময়!
যখন সময় পেরিয়ে অতীত।

- (উত্তল আয়নায় আত্ম- প্রতিকৃতি / উত্তল আয়নায় আত্ম- প্রতিকৃতি)

ছায়ার মিলমিশে ম্যাডলিন ও স্কটি

কোনোকিছুই কিন্তু হারায় না। জাল ম্যাডলিনকে ফিরে পায় স্কটি – দ্বিতীয়ার্ধে। শুধু যে ফিরে পায় তাইই নয়, তাকে অতীতের হারানো সৌন্দর্যে স্থানান্তরিত করে। ভ্যাগ্যের অভিশাপ অবশ্য ছবির শেষ দৃশ্যে ফিরে আসে আর ম্যাডলিন *মরিয়া প্রমাণ করে সে ম'রে নাই*। এই ভবিতব্যকে মনে রেখে অ্যাশবেরির আরো একটা নিখুঁত কবিতা অবধারিতভাবে মনে পড়ে -

আমরা যে আদৌ আছি তার কোনো মানে নেই কিন্তু
- এ প্রশ্ন করা হয়েছে
যেন এক অপার প্রাকৃতিক সেতু তুলে দেওয়া হ'লো
সেই স্থান অব্দি যেখানে তুমি যেতে চেয়েছিলে।
উপবৃত্ত ততোটাই এলোমেলো
যতোটা সে আঁকলো
আমাদের এসময়ে নবরূপে ফিরে এলো -
এই বাঁকানো যেন নিজেকে প্রমাণ করতে,
বাঁকিয়ে এমন কোথাও পৌঁছলো
যেখান থেকে আর কোনো ফেরা নেই

- (হারিয়ে, খুঁজে পেয়ে, আবার হারানো / বজরার দিনগুলো)

==========

তথ্য, চিন্তা ও লেখসূত্র ঃ

১. "The Tension Is in the Concept": John Ashbery's Surrealism, Ernesto Suarez-Toste, Vol. 38., No. 1., Style. (2004).
২. Ashbery Resource Center. Flowchart Foundation. Website. (2009).